গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

# বেসরকারি গ্রন্থাগারে অনুদান বরাদ্দ এবং বই নির্বাচন সরবরাহ সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১৪

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

(www.moca.gov.bd)

# সূচীপত্র


| ক্রমিক নং | বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ১। | শিরোনাম | ১ |
| ২। | পটভূমি | ১ |
| ৩। | উদ্দেশ্য | ১ |
| ৪। | সংজ্ঞা | ১ |
| ৫। | প্রথম অধ্যায় | ২ |
| | **দ্বিতীয় অধ্যায়** | |
| ৬। | অনুদানের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান | ৩ |
| ৭। | আবেদন করার যোগ্যতা | ৩ |
| ৮। | আবেদনপদ্ধতি | ৩ |
| ৯। | আবেদন বাছাই ও ক্যাটাগরি নির্ধারণ | ৪ |
| ১০। | অনুদান বণ্টন | ৫ |
| ১১। | অনুদান বরাদ্দ কমিটি | ৫ |
| | **তৃতীয় অধ্যায়** | |
| ১২। | সরকারি মঞ্জুরি আদেশ জারি | ৬ |
| | **চতুর্থ অধ্যায়** | |
| ১৩। | বই নির্বাচন কমিটি | ৬ |
| ১৪। | বই নির্বাচনের নিয়মাবলি | ৭-৯ |
| | **পঞ্চম অধ্যায়** | |
| ১৫। | বই সংগ্রহ | ৯ |
| ১৬। | বই সরবরাহ | ৯ |
| ১৭। | প্রাপ্ত অনুদানের অর্থ খরচের হিসাবপদ্ধতি | ১০ |
| ১৮। | সরবরাহ না নেয়া বইয়ের ভান্ডরে পরবর্তী করণীয় | ১০ |
| ১৯। | ফেরত আসা চেকসমূহ | ১০ |

১. **শিরোনাম :**

বেসরকারি গ্রন্থাগারে অনুদান বরাদ্দ এবং বই নির্বাচন সরবরাহ সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১৪।

২. **পটভূমি :**

দেশে একটি বৃহৎ জ্ঞানভিত্তিক পাঠকসমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বই পড়ার বিকল্প নেই। জাতির মনন ও মেধার বিকাশে, আলোকিত মানুষ গঠনে বই অন্যতম সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এক একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার জ্ঞানবিজ্ঞানের এক একটি বাতিঘর। দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি গ্রন্থাগারে বই সরবরাহের মাধ্যমে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ ও সচল রাখার জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রতি অর্থবছর অনুদান বরাদ্দ করা হয়।

৩. **উদ্দেশ্য :**

৩.১ দেশের বিভিন্ন বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান বরাদ্দ প্রদান করা;

৩.২ বেসরকারি গ্রন্থাগার এলাকায় আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিকাশে উৎসাহিত করা;

৩.৩ দেশের বিভিন্ন এলাকায় নতুন পাঠক সৃষ্টি ও সর্বসাধারণকে বইপাঠে উদ্বুদ্ধ করা;

৩.৪ বেসরকারি গ্রন্থাগারের মাধ্যমে বইপাঠ প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালনে আগ্রহী করে তোলা;

৩.৫ দেশের বিভিন্ন এলাকায় আলোকিত মানুষ গড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

৪. **সংজ্ঞা :**

বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়—

৪.১ 'প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়' বলতে বুঝাবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৪.২ 'অনুদান' বলতে বুঝাবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রতিবছর বেসরকারি গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ।

৪.৩ 'বেসরকারি গ্রন্থাগার' বলতে বুঝাবে জনসাধারণকে পাঠসেবা প্রদানের লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোগে সকলের জন্য উন্মুক্ত গ্রন্থাগার।

৪.৪ 'অনুদান বরাদ্দ কমিটি' বলতে বুঝাবে এই নীতিমালার ১১ অনুচ্ছেদ মতে গঠিত কমিটি।

৪.৫ 'বই নির্বাচন কমিটি' বলতে বুঝাবে এই নীতিমালার ১৩.৪ অনুচ্ছেদ মতে গঠিত কমিটি।

৪.৬ 'আবেদন ফরম' বলতে বুঝাবে এই নীতিমালার পরিশিষ্ট 'ক'-তে যুক্ত আবেদন ফরম।

৪.৭ 'মঞ্জুরি আদেশ' বলতে বুঝাবে অনুদান বরাদ্দ পাওয়ার পর অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারের অনুকূলে জারিকৃত সরকারি আদেশ।

৪.৮ 'পিপিআর' বলতে বুঝাবে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস ২০০৮ অর্থাৎ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত নীতিমালা।

## প্রথম অধ্যায়

৫। ৫.১ **অনুদানের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান :** দেশের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি গ্রন্থাগার থেকে নির্ধারিত ফরমে প্রতিবছর যথাসময় আবেদনপ্রাপ্তির জন্য জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে;

৫.২ **আবেদন করার যোগ্যতা :** জেলা, উপজেলা ও তৃণমূল পর্যায়ের বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহ আবেদন করতে পারবে;

৫.৩ **আবেদনপদ্ধতি :** অনুদানপ্রাপ্তির জন্য নির্দিষ্ট একটি আবেদন ফরম থাকবে। ফরমে উল্লেখিত শর্তাদি মেনে যাচিত তথ্যাদি পূরণ করে আবেদন করতে হবে;

৫.৪ **আবেদনপত্র যাচাই ও ক্যাটাগরি নির্ধারণ :** অনুদান বরাদ্দ কমিটি প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাছাই ও ক্যাটাগরি নির্ধারণ করবে;

৫.৫ **অনুদান বণ্টন পদ্ধতি :** অনুদান বরাদ্দ কমিটি নির্ধারিত ক্যাটাগরি অনুসারে বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী অনুদান বণ্টন করবে;

৫.৬ **সরকারি মঞ্জুরি আদেশ জারি :** প্রাপ্ত আবেদনপত্র অনুদান বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক বাছাই করার পর প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে গ্রন্থাগার বরাবর অনুদান বরাদ্দ ও সরকারি মঞ্জুরি আদেশ জারী করবে;

৫.৭ **বই নির্বাচন :** বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে বই সরবরাহের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে একটি 'নির্বাচন কমিটি' গঠন এবং বই নির্বাচন কমিটি অনুদানের বই নির্বাচন করে তালিকা প্রস্তুত করবে;

৫.৮ **বই বিতরণ/সরবরাহ :** প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত সরকারি আদেশ (জি. ও) প্রদর্শন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার অনুদানের বই জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বিক্রয় কেন্দ্র থেকে সরাসরি সংগ্রহ করবে;

৫.৯ **প্রাপ্ত অনুদান খরচের হিসাবপদ্ধতি :** অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ পূর্ববর্তী বছরের প্রাপ্ত অর্থের খরচের সকল তথ্যাদি পরবর্তী বছরের অনুদানের আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করবে;

৫.১০ **সরবরাহ না নেয়া বইয়ের পরবর্তী করণীয় :** যে সকল গ্রন্থাগার জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বই সরবরাহ গ্রহণে ব্যর্থ হবে, সে সকল উদ্বৃত্ত বই জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে তৃণমূল পর্যায়ের উপযুক্ত অন্য গ্রন্থাগারে পুনরায় বণ্টন করা যাবে;

৫.১১ **ফেরত আসা চেক :** যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রদান করার পরও যে সকল গ্রন্থাগার অস্তিত্বহীন এবং কার্যক্রমহীন বলে স্থানীয় প্রশাসন হতে চেক ফেরত আসবে, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এ চেকের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দান করবে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

**৬. অনুদানের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান :**

৬.১ দেশের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি গ্রন্থাগারকে অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রতিবছর জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র একটি ইংরেজিসহ ০২/০৩ (দুই/তিন)টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আবেদনপত্র আহ্বান করবে;

৬.২ নির্ধারিত আবেদন ফরম জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় (শাখা-৪) পাওয়া যাবে;

৬.৩ আবেদনপত্রের ফরম সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় www.moca.gov.bd, তথ্য মন্ত্রণালয় www.moi.gov.bd এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের ওয়েব সাইট www.nbc.org.bd ঠিকানায় পাওয়া যাবে। উক্ত ফরম ডাউন লোড করে আবেদন করা যাবে।

**৭. আবেদন করার যোগ্যতা :**

৭.১ জেলা, উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ের বেসরকারি গ্রন্থাগার আবেদন করতে পারবে;

৭.২ গ্রন্থাগারের একটি নির্দিষ্ট পাঠকক্ষ এবং সংগ্রহে কমপক্ষে ৫০০ বই থাকতে হবে;

৭.৩ বেসরকারি গ্রন্থাগারকে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক স্বেচ্ছাসেবি প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত বা গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর/জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক তালিকাভুক্ত অথবা সরকারের অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধিত হতে হবে;

৭.৪ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেসরকারি গ্রন্থাগারের একটি কার্যনির্বাহী কমিটি ও গঠনতন্ত্র থাকতে হবে;

৭.৫ পাঠকক্ষে প্রতিদিন পাঠকসেবা প্রদান ও নিয়মিত কমপক্ষে ১০ জন পাঠকের উপস্থিতি থাকতে হবে;

৭.৬ কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মক্তব, মন্দির, এতিমখানা ও এনজিও কর্তৃক পরিচালিত গ্রন্থাগার আবেদনের যোগ্য হবে না।

**৮. আবেদনপদ্ধতি :**

৮.১ অনুদানপ্রাপ্তির লক্ষ্যে নির্দিষ্ট আবেদন ফরমে (পরিশিষ্ট-ক) আবেদন করতে হবে;

৮.২ আবেদন ফরম ব্যতীত পৃথক কোন কাগজ বা প্যাডে আবেদন করা যাবে না;

৮.৩ নির্ধারিত আবেদন ফরমে প্রতি বছর ৩০ নভেম্বর/পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিকৃত তারিখের মধ্যে **সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,** ঢাকা বরাবরে আবেদন করতে হবে;

৮.৪ আবেদন ফরমে উল্লিখিত শর্তাবলি যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে;

৮.৫ আবেদন ফরম স্থানীয় সংসদ সদস্য/জেলা প্রশাসক/পৌরসভার মেয়র/উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে;

৮.৬ আবেদন ফরম আংশিক পূরণকৃত এবং স্থানীয় প্রশাসন/জনপ্রতিনিধি কর্তৃক প্রত্যায়িত না হলে আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে;

৮.৭ বিগত বছরে সরকারি অনুদান বরাদ্দ পেয়ে থাকলে উক্ত বরাদ্দের পরিমাণ, খরচের তথ্য এবং অডিট রির্পোট সংযুক্ত থাকতে হবে।

## ৯. আবেদন বাছাই ও ক্যাটাগরি নির্ধারণ :

৯.১ গ্রন্থাগারের মান অনুযায়ী বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহকে অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নধৃতশর্তে শ্রেণিভুক্ত করা হলো :

**শর্তাবলি :**

**'ক' শ্রেণি :** (১) পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাকাল- ২০ বছর বা তদূর্ধ্ব হতে হবে;
(২) বইয়ের সংখ্যা ৩,০০০ এর উর্ধ্বে হতে হবে;
(৩) পাঠকসংখ্যা প্রতিমাসে গড়ে-৩০০ জন হতে হবে ।

**'খ' শ্রেণি :** (১) পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাকাল- ১০ বছর বা তদূর্ধ্ব হতে হবে;
(২) বইয়ের সংখ্যা ১৫০০-৩০০০ পর্যন্ত হতে হবে;
(৩) পাঠকসংখ্যা প্রতিমাসে গড়ে-২০০-৩০০ জন হতে হবে ।

**'গ' শ্রেণি :** (১) পাঠাগারের প্রতিষ্ঠানকাল-১ থেকে ১০ বছরের মধ্যে হতে হবে;
(২) বইয়ের সংখ্যা- ৫০০-১০৫০ পর্যন্ত হতে হবে;
(৩) পাঠকসংখ্যা প্রতিমাসে গড়ে-২০০ জন হতে হবে ।

৯.২ প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে আবেদনসমূহ শাখা থেকে সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত খসড়া তালিকা প্রস্তুতকালে ছকের মন্তব্য কলামে **ক, খ ও গ** শ্রেণি উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে তালিকায় **ক, খ ও গ** শ্রেণি নির্ধারণ করার কাজে শাখায় কর্মরত সহযোগিতাকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট বাজেট থেকে সম্মানী প্রদান করবে।

৯.৩ নির্ধারিত ফরমে ও নির্ধারিত সময়ে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করে অনুদান প্রদানের উপযোগী তালিকা তৈরির জন্য অনুদান বরাদ্দ কমিটি প্রয়োজনে একটি উপকমিটি গঠন করবে;

৯.৪ উপকমিটি আবেদন যাচাই-বাছাই করে অনুদান প্রদানের উপযোগী গ্রন্থাগারের খসড়া তালিকা চূড়ান্তকরণের জন্য সুপারিশ করবে।

৯.৫ উপকমিটি কর্তৃক তৈরি করা খসড়া তালিকা অনুদান বরাদ্দ কমিটি পর্যালোচনাপূর্বক তালিকা চূড়ান্ত করবে এবং বিবেচিত গ্রন্থাগারের অনুকূলে অনুদান বরাদ্দ প্রদানের জন্য সুপারিশ করবে।

১০. **অনুদান বণ্টন :**

১০.১ আবেদনপত্রে উল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থাগারসমূহকে **ক খ ও গ** ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হবে। একই ক্যাটাগরিতে সমহারে বরাদ্দ প্রদান করা হবে;

১০.২ বার্ষিক মোট বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ২০% সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ও সচিবের বিশেষ বিবেচনায় সরাসরি মঞ্জুরি প্রদানের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এ সংরক্ষিত অর্থ থেকে জনস্বার্থে বরাদ্দ দেয়া যাবে।

১১. **অনুদান বরাদ্দ কমিটি নিম্নরূপ :**

| | | |
|---|---|---|
| (ক) | যুগ্মসচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা | **আহ্বায়ক** |
| (খ) | মহাপরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা | সদস্য |
| (গ) | পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা | ,, |
| (ঘ) | উপ-সচিব-২, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা | ,, |
| (ঙ) | প্রতিনিধি, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা) | ,, |
| (চ) | প্রতিনিধি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা (পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা) | ,, |
| (ছ) | সচিব, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা | ,, |
| (জ) | সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা-৪, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা। | **সদস্য-সচিব** |

➢ কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন (অনধিক দু'জন)। কো-অপ্টকৃত সদস্য চলতি কার্যক্রম পর্যন্ত বহাল থাকবেন।

➢ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি করে এই কমিটি পুনর্গঠন করতে পারবে।

**কমিটির কার্যপরিধিঃ**

(ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফরমে প্রাপ্ত আবেদনসমূহে বর্ণিত তথ্যাদি যাচাই-বাছাই ও নীতিমালা অনুসরণে তালিকা তৈরি করা;

(খ) তৈরি করা তালিকায় গ্রন্থাগারের মান বিবেচনায় অনুদানের অর্থ বণ্টনের জন্য সুপারিশ করা;

(গ) জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র থেকে বই সংগ্রহ করতে আসা গ্রন্থাগার-প্রতিনিধিকে বই পরিবহন, যাতায়াত ও অবস্থানভাতা প্রদানের জন্য সুপারিশ করা।

## তৃতীয় অধ্যায়

### ১২. সরকারি মঞ্জুরি আদেশ জারিঃ

১২.১ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচাই-বাছাইপূর্বক অর্থবছরের মাঝামাঝি সময়ে অনুদানের জন্য নির্বাচিত গ্রন্থাগারের অনুকূলে সরকারি মঞ্জুরি আদেশ জারি করবে;

১২.২ জারিকৃত সরকারি মঞ্জুরি আদেশ অনুদানপ্রাপ্ত পাঠাগারের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করা হবে;

১২.৩ অনুদানপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারের অনুকূলে জারিকৃত সরকারি মঞ্জুরি আদেশের (জি.ও) একটি করে কপি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বরাবরে প্রেরণ করা হবে;

১২.৪ মঞ্জুরিকৃত অর্থের ৫০% কমিশন ক্রসচেক এবং অবশিষ্ট ৫০% অর্থের সমমূল্যের বই জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে। ৫০% অর্থের ক্রসচেক সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে গ্রন্থাগারে বিতরণের জন্য প্রেরণ করা হবে।

## চতুর্থ অধ্যায়

১৩। ১৩.১ **বই নির্বাচন কমিটি গঠন** : বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে বই সরবরাহের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে একটি 'বই নির্বাচন কমিটি' গঠন করে তালিকা তৈরি করবে;

১৩.২ **বই সংগ্রহ** : বই নির্বাচন করার লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আগ্রহী প্রকাশক/পরিবেশক/লেখকদের নিকট পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে পূর্ববর্তী ২ ক্যালেন্ডার বছরে প্রকাশিত বইয়ের তালিকা আহ্বান করবে;

১৩.৩ পিপিআর অনুসরণে কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

১৩.৪ **বই নির্বাচন কমিটি নিম্নরূপ** :

| | | |
|---|---|---|
| (ক) | যুগ্মসচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা | আহ্বায়ক |
| (খ) | পরিচালক, আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা | সদস্য |
| (গ) | পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা | ,, |
| (ঘ) | উপ-সচিব-২, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা | ,, |
| (ঙ) | প্রতিনিধি, বাংলা একাডেমি (ন্যূনতম উপপরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তা) | ,, |
| (চ) | প্রতিনিধি, ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ঢাকা | ,, |

(ছ) প্রতিনিধি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা — সদস্য

(জ) সভাপতি, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি, ঢাকা — ,,

(ঝ) সভাপতি, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি, ঢাকা — ,,

(ঞ) নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি, ঢাকা — ,,

(ট) সচিব, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা — **সদস্য-সচিব**

➢ কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন (অনধিক দু'জন)। কো-অপ্টকৃত সদস্য চলতি কার্যক্রম পর্যন্ত বহাল থাকবেন।

➢ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনবোধে এই কমিটি পুনর্গঠন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

**কমিটির কার্যপরিধি :**

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে প্রাপ্ত বইয়ের তালিকা নীতিমালা অনুসরণে যথাযথভাবে যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করবে।

**১৪. কমিটি বই নির্বচনের ক্ষেত্রে নিম্নধৃত নিয়মাবলি অনুসরণ করবে :**

১৪.১ একজন প্রকাশক বিগত ২ (দুই ক্যালেন্ডার বছরের সর্বাধিক ৪০ (চল্লিশ) টি বইয়ের তথ্য সম্বলিত তালিকা জমা দিতে পারবেন জমাকৃত তালিকার একটি সিডি বা পেন ড্রাইভ জমা দিতে হবে।

১৪.২ তালিকার সঙ্গে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের মূল ট্রেড লাইসেন্স, ইনকামট্যাক্স; টিন নাম্বার, সার্টিফিকেট, হালনাগাদ আয়কর প্রদানের প্রমাণপত্রসমূহের সত্যায়িত ফটোকপি এবং প্রকাশকের পাসপোর্ট আকারের দুই কপি ছবি জমা দিতে হবে।

১৪.৩ প্রাপ্ত তালিকা থেকে গ্রন্থ নির্বাচন কমিটি প্রয়োজনীয় বই নির্বাচন করে তালিকা প্রণয়ন করবে।

১৪.৪ বই নির্বাচনের সময় মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন, ইতিহাস-ঐতিহ্য, বিজ্ঞান, শিশুতোষ, ধর্মীয়, দর্শন, প্রযুক্তি, সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয়ক বইকে প্রাধান্য দিতে হবে।

১৪.৫ সমুদয় বরাদ্দের ২৫% (শতকরা পঁচিশ ভাগ) অর্থ মূল্যমানের মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন, ইতিহাস-ঐতিহ্য, স্বাধীনতা বিষয়ক এবং শিশুতোষ বই নির্বাচন তালিকায় রাখতে হবে।

১৪.৬ মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা চেতনা বিরোধী কোনো লেখকের গ্রন্থ নির্বাচন করা যাবে না।

১৬.৭ কপিরাইট আইন আনুযায়ী পাইরেটেড এবং ফটোকপি বই নির্বাচন করা যাবে না।

১৪.৮ আইএসবিএন ব্যতীত কোনো পুস্তক নির্বাচন করা যাবে না।

১৪.৯ ছাত্র ছাত্রীদের সহায়তার লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী পাঠ্য ও রেফারেন্স বই নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হবে।

১৪.১০ বিগত দুই বছরের (ক্যালেন্ডার ইয়ার) প্রকাশিত বই নির্বাচন করতে হবে। তবে রেফারেন্স এবং দুষ্প্রাপ্য ও আকর গ্রন্থের ক্ষেত্রে দুই বছরের পূর্বের বইও নির্বাচনের জন্য কমিটি বিবেচনায় নিতে পারবে।

১৪.১১ প্রতি বছরের গ্রন্থ তালিকায় একজন লেখকের অনধিক ৫টি বই এবং একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ২৫টি বই নির্বাচন করা যাবে। তবে বরাদ্দের ওপর ভিত্তি করে কমিটি প্রয়োজনে বইয়ের সংখ্যা কম করতে পারবে।

১৪.১২ একজন লেখকের বইয়ের মুদ্রিত মূল্যে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১,৫০,০০০/-(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার বই সংগ্রহ করা যাবে।

১৪.১৩ কোন ধরনের অশালীন ভাবসম্বলিত এবং সার্বভৌমত্ববিরোধী জাতিগত বিদ্বেষ বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে এমন বই নির্বাচন করা যাবে না।

১৪.১৪ শিশুদের বই নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিষ্টাচার ও সদাচরণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এমন মহৎ ব্যক্তিদের জীবনকাহিনী, সৃষ্টিশীল গল্প, স্বদেশপ্রেম, ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টিসম্পন্ন, সাধারণ জ্ঞান, কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার বিকাশ সাধন করে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক বই নির্বাচনে প্রাধান্য পাবে।

১৪.১৫ নিউজপ্রিন্টে প্রকাশিত বই নির্বাচন করা যাবে না।

১৪.১৬ বই নির্বাচনের ক্ষেত্রে বইয়ের বিষয়বস্তু ও প্রকাশনার মানের পাশাপাশি বইয়ের প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের বিষয়টিও বিবেচিত হবে;

১৪.১৭ ক্লাসিক লেখকের যে বইগুলোর মধ্যে একই বই বিভিন্ন প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে, এমন ক্ষেত্রে যে বইয়ে ব্যবহৃত কাগজ এবং মুদ্রণমান, বাঁধাই, প্রচ্ছদ এবং অঙ্গসৌষ্ঠব সবদিক থেকে মানসম্পন্ন বিবেচিত হবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে তা প্রাধান্য পাবে:

১৪.১৮ যদি কোন লেখক কিংবা লেখক কর্তৃক প্রকাশিত কোন গ্রন্থ সরকার কিংবা কোন সরকারি কর্তৃপক্ষ বা কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাজেয়াপ্ত বা কালো তালিকাভুক্ত করা হয়ে থাকে, সে বই প্রকাশক/লেখক বইয়ের তালিকা জমা দিতে পারবেন না।

১৪.১৯ কমিটি সর্বোচ্চ ১০টি সভার মাধ্যমে বই নির্বাচনের সমুদয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। কাজের সুবিধার্থে কমিটি প্রয়োজনে উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে। এক্ষেত্রে ৬টি সভার মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।

১৪.২০ কমিটি/উপকমিটির প্রতি সদস্যকে আর্থিক বিধি অনুযায়ী প্রতিটি সভায় উপস্থিতির জন্য সম্মানী দেয়া হবে।

১৪.২১ বই নির্বাচনের পর চূড়ান্ত অনুমোদন লাভের জন্য জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে বই নির্বাচন কমিটি কর্তৃক প্রণীত তালিকা প্রেরণ করবে।

১৪.২২ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বই নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

## ৫ম অধ্যায়

### ১৫ বই সংগ্রহঃ

১৫.১ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদিত চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রয়োজনীয় বই নির্ধারিত লেখক ও প্রকাশকদের নিকট থেকে আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালন করে ৩০% বা তার বেশি কমিশনে ক্রয় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৫.২ তালিকাভুক্ত লেখক ও প্রকাশকগণ নিজ খরচে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বই পৌঁছে দেবেন;

১৫.৩ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বই ভাল অবস্থায় (ছেঁড়া, ফাটাবিহীন) গ্রহণ করবে। বই সরবরাহকারী বিল দাখিল করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক দাখিলকৃত বিলের টাকা চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করবে।

### ১৬ বই সরবরাহঃ

১৬.১ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত সরকারি আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার প্রাপ্ত অনুদানের বই জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বিক্রয় কেন্দ্র থেকে সরাসরি সংগ্রহ করবে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে সংগৃহীত বই থেকে গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি নিজ পছন্দের বই বাছাই করে নেয়ার সুযোগ পাবেন।

১৬.২ গ্রন্থাগারসমূহের বই সংগ্রহ করার সময় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র থেকে ২০% টাকার নির্ধারিত মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং শিশুতোষ বই অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে। গ্রন্থাগারের প্যাডে পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা বরাবরে আবেদনপত্র স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/জেলা প্রশাসকের প্রতিস্বাক্ষর থাকতে হবে।

১৬.৩ গ্রন্থাগারের পক্ষে যিনি বই সংগ্রহ করবেন তার 'নমুনা স্বাক্ষর ও ছবি' গ্রন্থাগারের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রত্যয়নসহ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/জেলা প্রশাসক কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে;

১৬.৪ ৩০% কমিশনের প্রাপ্ত অর্থ থেকে বই সংগ্রহে গ্রন্থাগার প্রতিনিধির যাতায়াত, বই পরিবহন খরচ, অনুদান বরাদ্দ, বই নির্বাচন কমিটি, উপ-কমিটির সভার সদস্য সম্মানী, আপ্যায়ন, স্টেশনারী বিজ্ঞাপনসহ সকল আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

## ১৭. প্রাপ্ত অনুদানের অর্থের খরচের হিসাবপদ্ধতি :

১৭.১ অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্বের বছরের প্রাপ্ত অর্থের খরচের ব্যয় বিবরণী ও অডিট রিপোর্ট পরবর্তী বছর আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে;

১৭.২ গ্রন্থাগারসমূহ পূর্ববর্তী বছরে প্রাপ্ত অর্থের ভাউচার সংযুক্ত না করলে পরবর্তী বছর অনুদানপ্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

## ১৮. সরবরাহ না নেয়া বইয়ের পরবর্তী করণীয় :

১৮.১ যে সকল গ্রন্থাগার জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বই সরবরাহ নেবে না, সে সকল বই 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালনা' বোর্ডের অনুমোদনক্রমে পুনরায় বণ্টন করা যাবে;

১৮.২ দেশের তৃণমূল পর্যায়ে সচল গ্রন্থাগারসমূহের তালিকা তৈরি করে বইসমূহ বণ্টন করা হবে;

১৮.৩ এই বিশেষ বরাদ্দের জন্য গ্রন্থাগার নির্বাচনের ক্ষেত্রে এর কার্যক্রম ও সেবার মান বিবেচনা করে গ্রন্থাগার নির্বাচন করতে হবে।

## ১৯. ফেরত আসা চেকসমূহ :

চেক প্রদান করার পর যে সকল গ্রন্থাগার অস্তিত্বহীন এবং কার্যক্রমবিহীন পরিলক্ষিত হবে, সেক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন চেক ফেরত প্রদান করলে উক্ত চেকের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হবে।

**(ড. রণজিৎ কুমার বিশ্বাস** এনডিসি)
সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।



বাঃসঃমুঃ-২০১৪/১৫-৩৬৭৬কম/এ—৩৫০ বই, ২০১৪।